সংবাদ ১৬।১।৮১

009 482

১৯৮১ সালের এইচ, এস, সি পরীক্ষা

গত ৭ই জানুয়ারী দৈনিক "সংবাদ" এর চিঠিপত্র কলামে সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শান্তনু দে "এইচ.এস সি পরীক্ষা ও কিছু কথা" শিরোনামের চিঠিতে যে দাবী জানিয়েছেন তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত। তিনি পরীক্ষা যে মাসে অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়েছেন। যদিও জুন মাসে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়, তবুও আমরা (যারা ১৯৮১ সনের পরীক্ষার্থী) কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৭৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। এরপর ক্লাস শুরু হতে না হতেই সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ধর্মঘট শুরু হয়। অতঃপর প্রায় তিন মাস পর ক্লাস শুরু হয়। বিভিন্ন উপলক্ষে অর্থাৎ রমজান বন্ধ, গ্রীষ্মের বন্ধ, ডিগ্রী ও অনার্স পরীক্ষা চলাকালীন বন্ধ ইত্যাদি নানাবিধ বন্ধের কারণে আমরা দু'বছরে মোট ছ'মাসও ক্লাস করতে পারিনি। অথচ ২৪ মাসের কোর্স ক্লাস ছাড়া শেষ করা এক রকম অসম্ভব। অন্যান্য বার মে মাসে এইচ, এস, সি পরীক্ষা হলেও এবার কোন

(শেষ পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪-এর পাতার পর)

যুক্তিতে এপ্রিল মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেরা 'প্রাইভেট' পড়ে সমস্যার সমাধান করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ সমূহে যদি ছাত্রভর্তি যথাসময়ে করার ব্যবস্থা করতে চান তাহলে পরীক্ষার খাতা জরুরীভাবে স্বল্প সময়ে কঠোর ব্যবস্থা করে ফল প্রকাশ করেন, তাহলেই সে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এমনিতেই প্রতিবৎসর এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য প্রায় চারপাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হয়। পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে দুমাসের মধ্যে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র লাভবান হবে।

তাই কুমিল্লা বোর্ডসহ অন্যান্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ এইচ. এস. সি পরীক্ষা জুন মাসে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হোক।

—সৌমিত্র কুমার মুৎসুদ্দি (শংকু)
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।